জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বহু স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০•০—

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

চ্যবনপ্রাশ ৵১ সের (৮০ তোলা) ১০৲

বাতের তৈল প্রতি শিশি ২৷৷০ টাকা

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন ও কবিরাজ শ্রীআশুপ্রসন্ন গাঙ্গুলী, কবিরঞ্জন

সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১২ই ভাদ্র বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 29th Aug. 1951 | ১৬শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
মূল্য ছয় পয়সা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই ভাদ্র বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

"তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে"

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিশীথ-কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তদবধি এই অষ্টমী তিথি জন্মাষ্টমী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কথিত আছে দ্বাপরযুগে মথুরা নগরে কংস নামে এক অসুর রাজত্ব করিত। তাহার অত্যাচারে মানবকুল অতিষ্ঠ হইয়া তাহার রাজ্য ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। কংস দৈবজ্ঞ-গণের গণনায় জানিতে পারে যে তাহার ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাহাকে সংহার করিবে। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কংস তাহার ভগ্নী দেবকী ও ভগ্নীপতি বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। দেবকী সজাগ সতর্ক প্রহরীবেষ্টিত কারাগারের মধ্যে তাঁহার অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন। প্রহরীগণের উপর কংসের আদেশ ছিল—যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজ সন্নিধানে লইয়া যাওয়া হয়। কারারুদ্ধ পিতা বসুদেব সন্তানের জীবন রক্ষার্থ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তের ধ্বংসের জন্য ভগবান চিরদিনই বদ্ধপরিকর। বসুদেব দৈব-বাণী শ্রবণ করিলেন—"যমুনার অপর কূলে অবস্থিত গোকুল নগরে গোপরাজ নন্দের গৃহে লইয়া গিয়া তদীয় পত্নী রাণী যশোমতীর সূতিকাগারে সদ্যপ্রসূতা কন্যাটিকে লইয়া তৎপরিবর্ত্তে পুত্রকে রাখিয়া আইস। কন্যাটিকে কারাগারে লইয়া আসিয়া দেবকীর পার্শ্বে শয়ন করাইয়া রাখ।" কারাদ্বারে আসিয়া বসুদেব দেখিলেন—প্রহরীগণ ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনা বাধায় পুত্রকে কোলে লইয়া বসুদেব যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। ভাদ্র মাসের যমুনা, তার উপর টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। খরস্রোতা নদী দুকূল প্লাবিত করিয়া চলিয়াছে। বিপন্ন পিতা কাঁদিয়া ভগবানকে ডাকিয়া বলিলেন "নারায়ণ! অকূলে কূল দাও, প্রভো!" বসুদেব দেখিলেন—একটী শৃগাল যমুনার এপার হইতে ওপারে চলিয়া পার হইতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ঠিক যমুনার মধ্যস্থলে আসিবামাত্র ক্রোড়স্থ শিশু যেন হাত ফস্‌কাইয়া যমুনার জলে পড়িয়া গেল। পিতা পাগলের মত খরস্রোতা নদীর জল হাতড়াইতে হাতড়াইতে সন্তানকে পাইয়া কোলে তুলিয়া দেখিলেন শিশুর কোনও ক্ষতি হয় নাই। যমুনা পার হইয়া দ্রুতপদে গোকুলে নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। গোপরাজের প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই যেন বসুদেবের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত হইয়াই আছে। তিনি যেন যশোমতীর সূতিকাগারে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চালিত হইয়া স্বীয় সন্তানকে যশোদার পার্শ্বে দিয়া সকলের অলক্ষ্যে তাহার সদ্য-জাতা কন্যাটীকে লইয়া মথুরায় উপনীত হইলেন। কারাগারের প্রহরীগণ তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। দেবকীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপরাজের কন্যাটিকে তাঁহার পাশে শয়ন করাইয়া রাখিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার মন্মথ রায়ের লিখিত "কারাগার" নামক নাটকে এই অংশটী অভিনয়ের সময়ে কংস দ্বারা নানাভাবে অত্যাচারিতা "ধরিত্রী" তাঁহার ভাবী ত্রাণকর্ত্তা, দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণকে নিরাপদে নন্দালয়ে রক্ষিত দেখিয়া আনন্দে যে গানটী গাহিয়াছেন—তাহা বিদ্রোহী কবি নজরুল রচিত। গানটী প্রকাশের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

"তিমির বিদারি অলখবিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ওই!
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্ব্বংসহা আজি সর্ব্বজয়ী।
বহিছে উজান অশ্রু-যমুনায়,
হৃদি-বৃন্দাবনে আনন্দ ডাকে আয়!
বসুধা-যশোদার স্নেহধার উথলায়,
কাল-রাখাল নাচে থৈ তা থৈ।
চারিদিকে উঠে স্তব নমো নমঃ
অরির পুরী মাঝে এলো অরিন্দম।
ঘিরিয়া দ্বার বৃথা জাগে প্রহরী জন,
অন্ধ কারা মাঝে বন্ধ-বিমোচন
ধরি অজানা পথ, আসিল অনাগত,
জাগিয়া ব্যথাহত বলে মাভৈ।"

প্রহরীগণ জাগরিত হইয়া কারাকক্ষে দেখিল রাজভগ্নী বন্দিনী দেবকী একটী কন্যা প্রসব করিয়াছে। দুরাত্মা কংস সংবাদ পাইবামাত্র কন্যাটিকে লইয়া বধার্থে প্রস্তরের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিল—কথিত আছে স্বয়ং মহামায়া কৃষ্ণকে রক্ষার্থ এই কন্যা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রস্তরখণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র কন্যাটী একটী শঙ্খচিল মূর্ত্তিতে আকাশে উড়িয়া বলিলেন—

"তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।"

এই বাক্য একা কংসের জন্য নয়, সকল অত্যাচারী অধার্ম্মিক জনপীড়কের সম্বন্ধে খাটে। নিরীহ জন-সাধারণ দুর্বৃত্তের কিছু করিতে পারে না, তাহাদের বধের জন্য শেয়ালে পথ দেখায়, যমুনার স্রোতেও আতুরের ছেলে ভাসিয়া যায় না। সশস্ত্র প্রহরীও নিদ্রায় অচেতন হইয়া থাকে। দুর্বৃত্তের বিনাশ এবং সাধুর পরিত্রাণের জন্য ভগবান এই ভাবেই আবির্ভূত হন। ইহাই ভরসা।

রাখী পূর্ণিমা উৎসব

গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার বৈকালে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসবের ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ম্ সেবক সঙ্ঘের রঘুনাথগঞ্জ শাখার সেবকবৃন্দের 'রাখী পূর্ণিমা' উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তি

—০—

জেলা প্রচারাধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে জনসাধারণ কৃষি ঋণ, জমি উন্নয়ন ঋণ এবং অন্যান্য কারণে সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধকল্পে রেভিনিউ অফিসার অথবা এসিষ্ট্যাণ্ট রেভিনিউ অফিসারের নিকট পূর্ব্বে মনি অর্ডার যোগে যে টাকা পাঠাইতেন, তাহা ভবিষ্যতে পাঠাইবেন না।

সরকারী ঋণ পরিশোধকল্পে মনি অর্ডার করিতে হইলে ঋণ পরিশোধকারিগণ নিজ নিজ মহকুমায় মহকুমা শাসকের নিকট এবং সদর মহকুমায় জেলা শাসকের নিকট মনি অর্ডার করিবেন।

রেভিনিউ অফিসার এবং এসিষ্ট্যাণ্ট রেভিনিউ অফিসারগণকেও সরকারী নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা নিজে উক্ত মনি অর্ডার গ্রহণ করিবেন না এবং তাঁহাদের নিকট ঐরূপ কোন মনি অর্ডার আসিলে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা শাসকের নিকট অথবা সদর মহকুমায় জেলা শাসকের নিকট উক্ত মনি অর্ডার পাঠাইয়া দিবেন।

স্থান পরিবর্ত্তন

রঘুনাথগঞ্জ "কালিকা ফার্ম্মেসী" নামক ঔষধালয় বর্ত্তমানে স্বর্গীয় রামযাদু রায় মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণে এবং মোটর গ্যারেজের সম্মুখে উঠিয়া গিয়াছে।

জন্মাষ্টমী উৎসব

গত ৭ই ও ৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে জঙ্গিপুরের স্বর্গীয় কালীচরণ সিংহ মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৯ই ভাদ্র সকালে নগরকীর্ত্তন বাহির হয় এবং দুপুরে স্বর্গীয় কালীচরণ বাবুর সহধর্ম্মিণী এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, বক্তা ও কীর্ত্তনীয়াগণকে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের ভোজনের সুব্যবস্থা করেন।

পুরোহিতের অর্থদণ্ড

রামনগর থানার ইসলামপুর গ্রামের এক মন্দিরের জনৈক পুরোহিত কাঁথির মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক সামাজিক অক্ষমতা দূরীকরণ আইন অনুসারে এক শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পুরোহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোককে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। পুরোহিতের ভৃত্যেরও এক শত টাকা এবং অপর তিন জনের পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে।

দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত সস্ত্রীক গ্রেপ্তার

পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা পুলিস ৫০জন হিন্দু ও মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত একটি দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত দল সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দলটি ২৪ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে ২২টি সশস্ত্র ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা পুলিস কিছুদিন পূর্ব্বে অপহৃত দ্রব্যাদি সহ এই দলের ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে রিভলভার, বন্দুক ও কার্ত্তুজ ৩৬ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, ৮ সের রূপার গহনা এবং নগদ ৩৭০০৲ টাকা পাওয়া যায়। এই দল লক্ষ্মীকান্তপুরে ৩২০০০৲ টাকা ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা পুলিসের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার উক্ত দলের কার্য্যকলাপ অরাজনৈতিক অপরাধের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব বলিয়া মন্তব্য করেন। বঙ্গ বিভাগের অব্যবহিত পরে মুন্সিগঞ্জ জেল ভাঙ্গিয়া বিক্রমপুর পরগণার বিভিন্ন দুঃসাহসিক ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত যে ৮৩ জন কয়েদী পলায়ন করে, তাহার মধ্যেকার একজন আসামী আবদার রহমান নামে জনৈক ২৭।২৮ বৎসর বয়স্ক যুবক এই দলের নেতা বলিয়া প্রকাশ। তাহাকে সস্ত্রীক গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর বয়স ১৯।২০-র বেশী হইবে না; কিন্তু অত্যন্ত দুঃসাহসিকা। পুলিস দলকে নাকি বটি লইয়া তাড়া করিয়া গিয়াছিল। আবদার রহমান কালী বাবু, দেলু শেখ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

মহেশতলা এবং ডায়মণ্ডহারবারে দলের কয়েকজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশ দ্রুত কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাসী চালায় এবং উল্লিখিত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। দলে কয়েকজন ভদ্রলোকের ছেলেও আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মাছের অভাব

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে মাছের দাম এত বেশী হয়েছে যে সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে নিরামিষাশী হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীতে স্থানীয় জেলেরা প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধ'রে বাজারে বিক্রী করতো। বর্ত্তমানে ভাগীরথী নদীতে ইলিশ ধরা পড়ে না। মাঝে মাঝে পদ্মার ইলিশ ৩৷৷০, ৪৲ টাকা সের দরে বিক্রী হয়। ট্যাংড়া, পাবতা, চিংড়ী প্রভৃতি কোন মাছই বাজারে আসে না। প্রতি বৎসর নদীতে মাছের পোনা ধরার জন্য মাছ কমিয়া গিয়াছে। পোনা ধরার ঘাঁটীকে এদেশে 'সাবার' বলে। পোনা ধৃতকারিগণ বলে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের পোনা অধিকক্ষণ বেঁচে থাকে আর আমাছার (পাবতা, ট্যাংড়া প্রভৃতি মাছ) পোনা অল্প সময়েই নষ্ট হয়। প্রতি 'সাবারে' প্রতি দিন অসংখ্য পোনা মরিয়া নষ্ট হয়। ডিমে যদি নষ্ট হয় তবে নদীতে মাছ থাকবে কি করে! পোনা ধরা প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা মৎস্য বিশারদগণ এবং পশ্চিম বঙ্গের মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর মহাশয় জানেন।

অন্ন বিতরণ

একজন বদান্য মাড়োয়ারীর সাহায্যে হাবড়ার নিকটবর্ত্তী হাটথুবা গ্রাম সেবাসঙ্ঘের কর্ম্মীরা বিগত ১০ই আগষ্ট হইতে প্রত্যহ ৬০০ নিরন্নকে একবেলা ডাল, ভাত ও তরকারী খাওয়াইতেছে। এই ব্যবস্থায় হাবড়া, হাটথুবা, জানাপুল, রেড়সুম, কল্যাণগড় হরিপুর, ডহরযুবা হিজলপুকুর, বাইগাছী প্রভৃতি গ্রামের নিরন্নরা আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

[পর পৃষ্ঠা

রাষ্ট্রপতি নিবাস

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী ২৪শে আগষ্ট তারিখ হইতে তাঁহার সিমলাস্থ বাসভবন "রাষ্ট্রপতি নিবাস" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উহার নাম ছিল "প্রেসিডেন্টস্ লজ"।

চাউলের মণ ৮০৲ টাকা

তেজপুরস্থিত পি, টি, আই-এর সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সহরে ৮০৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগের গ্রামগুলিতে কোন মূল্যেই চাউল পাওয়া যাইতেছে না। এই অঞ্চলের কৃষকগণ খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের জমি ও গবাদি পশু বিক্রয় করিতে সুরু করিয়াছে। বহু পরিবার গাছের শিকড় ও অন্যান্য অখাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে। উদ্বাস্তুদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। আসাম সরকার জেলার কৃষকদিগকে ৫০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ এবং মহকুমার দুঃস্থ লোকদিগকে খয়রাতি সাহায্যদানের জন্য আরও তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সমগ্র মহকুমায় কতকগুলি খাদ্য শস্যের দোকান খোলা হইয়াছে।

বারাসাত ও বসিরহাটে চাউলের মণ ৪৫৲ টাকা

বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমার চাতরা, গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, মসলন্দপুর, বাদুড়িয়া, বাগজোলা প্রভৃতি অঞ্চলে চাউলের মূল্য ৪৫৲ টাকা হইয়াছে।

রাজসাহীতে নৌকাডুবি

গত ২৩শে আগষ্ট রাজসাহী—মোনাইকান্দীর নিকট নদী অতিক্রম করার সময়ে যাত্রীভর্ত্তি একখানি নৌকা হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। মোটর-লঞ্চ ও কয়েকখানি নৌকা যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়। একটি স্ত্রীলোক ও একটি শিশু নিখোঁজ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত